আর·ডি·বনশল প্রযোজিত
সত্যজিৎ রায়ের ছবি
অপুর সংসার

আর. ডি. বনশল প্রযোজিত সত্যজিৎ রায়ের ছবি

প্রযোজনা
আর. ডি. বনশল

অরণ্যের দিনরাত্রি

চিত্রনাট্য, সংগীত ও পরিচালনা
সত্যজিৎ রায়

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'জনৈক কাপুরুষের কাহিনী' ও পরশুরামের 'বিরিঞ্চিবাবা' অবলম্বনে

সর্বাধ্যক্ষ : বিমল দে

আলোকচিত্রগ্রহণ : সৌমেন্দু রায়। শিল্প-নির্দেশনা : বংশীচন্দ্রগুপ্ত। সম্পাদনা : দুলাল দত্ত। শব্দগ্রহণ : নৃপেন পাল, অতুল চট্টোপাধ্যায়, সুজিত সরকার। রূপসজ্জা : অনন্ত দাশ। ব্যবস্থাপনা : অনিল চৌধুরী, ভানু ঘোষ। আবহ-সংগীত ও শব্দপুনর্যোজন : শ্যামসুন্দর ঘোষ। অন্তর্দৃশ্যগ্রহণ : নিউ থিয়েটার্স ১নং ষ্টুডিও ও ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ। পরিস্ফুটন : ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিজ প্রাঃ লিঃ। তত্ত্বাবধায়ক : আর. বি. মেহতা। ষ্টুডিও তত্ত্বাবধায়ক : দীপক দাশ। শব্দযন্ত্র : ওয়েষ্টেকস্। ক্যামেরা : মিচেল। রসায়ণাগারিকবৃন্দ : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, মোহন চ্যাটার্জী। স্থিরচিত্র : টেকনিকা, পিকস্ ষ্টুডিও। দৃশ্যপট অঙ্কণ : কবি দাশগুপ্ত। প্রচার সচিব : শৈলেশ মুখোপাধ্যায়।

সহকারীবৃন্দ : অমিয় সান্যাল, সুব্রত লাহিড়ী, রমেন চ্যাটার্জী, পূর্ণেন্দু বসু, দুর্গা রাহা, কাশীনাথ বসু, সমরেশ বসু, সুদীপ মজুমদার, অনিল নন্দন, জ্যোতি চ্যাটার্জী, ভোলানাথ সরকার এডেল, মনি মণ্ডল, সুরথ মণ্ডল, ভীম নস্কর প্রভৃতি।

অরণ্যের দিনরাত্রি

রূপায়ণে :

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, হারাধন বন্দোপাধ্যায়, শান্তি চট্টোপাধ্যায়, সতীশ হালদার, দেওচাঁদ লাল।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : জেনারেল জে. এন. চৌধুরী, সমর সরকার, সন্দিৎ চ্যাটার্জী, রমেন ঘোষ, টি. কে. রায়, সুভাষিনী গার্লস হোষ্টেল, কল্যানী ষ্টোর্স, কনক টকীজ, এন. এফ. রেলওয়ে, ইষ্টার্ণ রেলওয়ে, ক্যালক্যাটা ট্রামওয়েজ কোং লিঃ।

মহানগর

রূপায়ণে :

চারুপ্রকাশ ঘোষ, রবি ঘোষ, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, হরিধন মুখোপাধ্যায়, সত্য বন্দোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সোমেন বসু, নির্মল ঘোষ, শৈলেন গাঙ্গুলী, সন্তোষ দত্ত, গীতালি রায়, রেনুকা রায়, ইলা চ্যাটার্জী, লাবণ্য দত্ত, শান্তি চ্যাটার্জী, দীলিপ বোস মনি শ্রীমানী, জে. ব্যানার্জী, শ্রীকান্ত চ্যাটার্জী, জগৎ চক্রবর্ত্তী, প্রভাত সরকার অজিত গুপ্ত, ননী সর্দার, আদিত্য সিংহ প্রভৃতি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : বীরেন্দ্র নাথ সরকার, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, অভিজিৎ মুখার্জী, শিক্ষা দপ্তর পশ্চিম বঙ্গ সরকার, ইষ্টার্ণ রেলওয়ে।

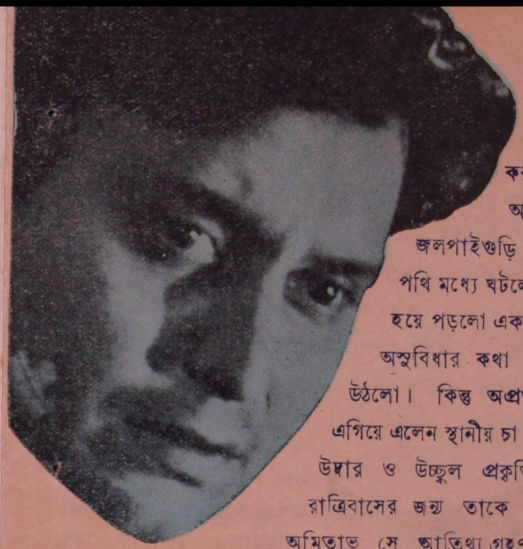

কাপুরুষ

চিত্রকাহিনীর উপাদান সংগ্রহ করতে তরুণ কথা-সাহিত্যিক অমিতাভ রায় যাত্রা করেছিলেন জলপাইগুড়ি জেলার হাসিমারা অঞ্চলে। পথি মধ্যে ঘটলো বিপর্যয়—তার গাড়ী বিকল হয়ে পড়লো এক অখ্যাত শহরে। রাত্রিবাসের অসুবিধার কথা ভেবে অমিতাভ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে তার সাহায্যে এগিয়ে এলেন স্থানীয় চা বাগানের মালিক বিমল গুপ্ত। উদার ও উচ্ছল প্রকৃতির বিমল তার বাংলোতে রাত্রিবাসের জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানায়। নিরুপায় অমিতাভ সে আতিথ্য গ্রহণ করে।

কিন্তু বিমলের বাংলোতে এসে অমিতাভ স্তম্ভিত হয়ে যায়। এও কি সম্ভব? বিমলের স্ত্রীরূপে যাকে দেখছে সে তারই পূর্বপ্রণয়ী করুণা! বিস্মিত অমিতাভর স্মৃতির দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়—অতীতের স্বপ্নরাঙা দিনগুলি বুঝি ব্যর্থ চীৎকারে তার অন্তরে আজ আঘাত হানে। মনে পরে যায় বহু কথা—কলেজ জীবনের মধুর স্মৃতি—অফুরন্ত ভালবাসার গুঞ্জনধ্বনি। কত সন্ধ্যায়—নীরবে নিভৃতে তাদের পারস্পরিক দেখা সাক্ষাৎ—ঘর বাঁধার সঙ্কল্প—সব কথা ভেসে আসে। তারপর অতর্কিতে এসেছিলো কলিকাতা মেসের সেই বর্ষণমুখর সন্ধ্যা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে করুণা সেদিন ছুটে এসেছিলো অমিতাভর অপরিসর মেস ঘরে। তার মামা বদলীর অজুহাতে তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। অসহায়া করুণা চেয়েছিলো অমিতাভর আশ্রয়। পুরুষের কাছে নারীর চিরন্তন দাবী—দয়িতের কাছে প্রেমিকার আত্মসমর্পণ। বাইরে ঝরছিলো প্রকৃতির অশ্রু আর উপরিতলার মেসঘরে অশ্রুসিক্তা নারী। প্রকৃতি ও নারী দুজনেই সেদিন কেঁদেছিলো। কিন্তু দুর্বল অমিতাভ তাকে সেদিন রক্ষা করতে পারেনি। অসহায় দৃষ্টিতে করুণাকে শুধু সান্ত্বনা দিয়েছিলো। ব্যর্থ হয়ে ফিরেছিলো করুণা—আর তারই ফলশ্রুতি হিসেবে সে আজ পরস্ত্রী।

বিমল অমিতাভকে সহজভাবেই গ্রহণ করে। এদের ইতিহাস ছিল তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। হাস্যে লাস্যে ভরপুর বিমল তার অতিথিকে নিয়ে পানাহারে মেতে ওঠে—অকপট সারল্যে নিজেকে উন্মুক্ত করে দেয়। অমিতাভর মনে হয় করুণা বুঝি এ বিবাহে সুখী হতে পারেনি। যতই সে বিমলকে জানতে পারে—তার এ ধারণা আরও দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। সুযোগের অপেক্ষায় থাকে অমিতাভ।

করুণাকে জানিয়ে দেবে যে সে আজ সম্পূর্ণ প্রস্তুত। স্বামীর বন্ধন থেকে করুণাকে মুক্ত করে নিজে তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। অমিতাভ পূর্ব অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। কিন্তু করুণা নির্বিকার—বাহ্যিক প্রশান্তি তার অন্তরের আবেগ প্রশমিত করে রাখে।

পরদিন স্থির হয় যে গাড়ী ছেড়ে দিয়ে অমিতাভ ট্রেনে করেই হাসিমারা যাবে। কিন্তু তার পূর্বে তিনজন বের হয় বনভোজনের উদ্দেশ্যে। প্রকৃতির শান্ত পরিবেশে পরম নিশ্চিন্তে বিমল ঘুমিয়ে পরে আর ঠিক সেই সময় এক নূতন নাটকের সুত্রপাত হয় করুণা ও অমিতাভকে কেন্দ্র করে। একখানি স্যাণ্ড উইচ কাগজে অমিতাভ কি যেন লিখে করুণার কাছে এগিয়ে দেয়। করুণা খুলে পড়ে, "আমি তোমার জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করব। আজও যদি আমায় ভালবাস তাহলে চলে এসো। এবার তোমায় ফেরাবোনা।"

যথাসময়ে ষ্টেশনে অপেক্ষা করে অমিতাভ। গাড়ীর সময় এগিয়ে আসে। অধৈর্য হয়ে ওঠে অমিতাভ। করুণা কি আজও তাকে ভালবাসে ? স্বামীকে ত্যাগ করে সে কি তার আহ্বানে সাড়া দেবে ?

মহাপুরুষ

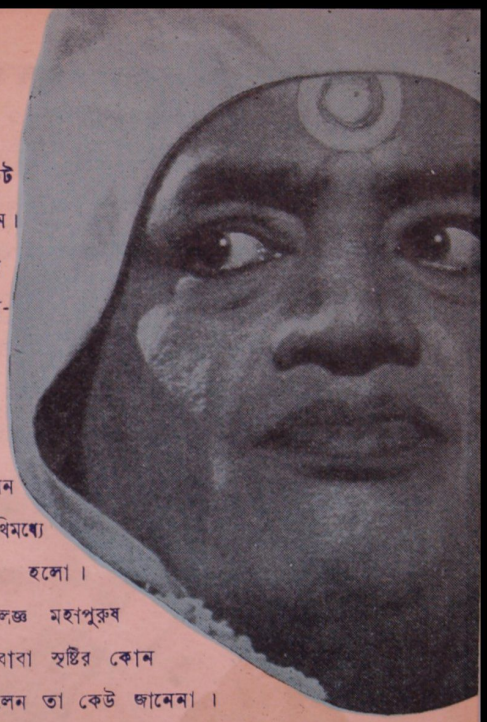

স্ত্রীর মৃত্যুতে এ্যাডভোকেট গুরুপদ মিত্র মুহ্যমান হয়ে পরলেন। অনিত্য সংসার,—কোথাও শান্তি নেই—নেই কোনও আশা আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্তি। মানসিক বেদনার গভীরতায় তিনি দিশেহারা হয়ে ওঠেন।

বারানসী থেকে ফিরছিলেন গুরুপদ—সঙ্গে কন্যা বুচকী। পথিমধ্যে এক মহামানবের দর্শনলাভ হলো। নাম তাঁর বিরিঞ্চিবাবা—ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ তিনি। জরা-মৃত্যুজয়ী বিরিঞ্চিবাবা সৃষ্টির কোন শুভ মূহুর্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন তা কেউ জানেনা। তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের উর্ধে। যুগ যুগ ধরে আর্তমানুষের দল ছুটে এসেছে বাবার চরণপ্রান্তে। তিনি যে কল্পতরু,—ভক্তেরপ্রার্থনা পূরণে তিনি সিদ্ধহস্ত। বেদ-বেদান্ত, সাহিত্য-দর্শন, কলা-বিজ্ঞান সবই তাঁর কণ্ঠস্থ। বুদ্ধ-যিশু, শঙ্কর-প্লেটো এরা সবাই এসেছে তাঁর ছত্র-ছায়ায়। তাঁর ইঙ্গিতে সবই সম্ভব। মুগ্ধচিত্ত গুরুপদ বিরিঞ্চিবাবার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে—পরম শ্রদ্ধায় তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। জীবনের সব কিছু বেদনা—সব কিছু গ্লানি তাঁর মঙ্গলস্পর্শে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে! অভিভূত গুরুপদ বিরিঞ্চিবাবার চরণ ধ্যান করে কৃতার্থ হয়।

অনূঢ়া কন্যা বুচকী,—তারও জীবনে দেখা দিয়েছে গভীর সমস্যা। প্রেমের জ্বালা অসহ্য। সত্যকে সে ভালবাসে একান্তভাবে অথচ প্রতিদানে কি সে পেল? প্রেমপত্র? তাও শুধু মাত্র প্রেম কাব্যের উদ্ধৃতি! তাতে নেই কোন বাস্তবতার স্পর্শ। বুচকীর কাছে অসহ্য মনে হয়। সে এর প্রতিশোধ নেবে। সত্যকে সে পরিত্যাগ করবে, বিরিঞ্চিবাবার আশ্রয়ে জীবন সমর্পণ করবে।

সত্যকে জানিয়ে দেয় তার সঙ্কল্পের কথা। সত্য বুঝি উন্মাদ হয়ে যাবে! বুচকীর বিরহে সে দিশেহারা হয়ে যায়। ব্যর্থ হয়ে যাবে তার প্রেমাভিসার? বিরিঞ্চিবাবার প্রভাবে বুচকী তাকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হবে! সত্য ছুটে আসে বন্ধু নিবারণের কাছে। সেই তাকে রক্ষা করতে পারে। নিবারণ শুধু বন্ধুই নয়—সে তার পরামর্শদাতা—পথ নির্দেশক। বিরিঞ্চির প্রভাব থেকে বুচকীকে মুক্ত করতে হবে। সত্য নিবারণের সাহায্য চায়।

বন্ধুবৎসল নিবারণ সত্যর আবেদনে এগিয়ে আসে। বিরিঞ্চিবাবার ধর্মসভায় সে উপস্থিত হয়। সব শোনে—সব দেখে। ধর্মভীরু মানুষের অকপট সারল্যের সুযোগ নিয়ে ভণ্ড বিরিঞ্চি দিনের পর দিন যে লীলা খেলা করছে সে তার সন্ধান পায়। নিবারণ তার মুখোস খুলে দেবার সঙ্কল্প গ্রহণ করে।

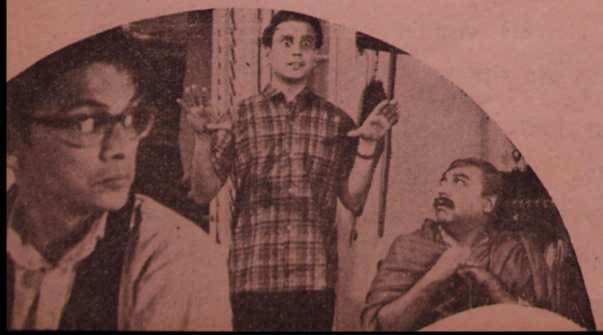

R. D. BANSAL Presents

Kapurush-O-Mahapurush

Scenario, Music & Direction : **SATYAJIT RAY**

Controller of Production : BIMAL DEY

Based on Premendra Mitra's 'Janaika Kapurusher Kahini' and Parasuram's 'Birinchi Baba'

In Principal Roles :

KAPURUSH : Soumitra Chatterjee, Madhabi Mukherjee, Haradhan Banerjee

MAHAPURUSH : Charuprokash Ghose, Rabi Ghose, Satindra Bhattacherjee, Geetali Roy, Renuka Roy, Haridhan Mukherjee, Satya Banerjee, Prosad Mukherjee and others.

KAPURUSH

On his way to Hashimara (in the Jalpaiguri district) to collect material for a film story, Amitabha Roy's taxi has a break-down in a small intermediate town. He is offered hospitality for the night by Bimal Gupta, a local tea planter. Left with no choice, Amitabha accepts.

Arriving at Bimal's house, Amitabha is shocked to recognise his host's wife Karuna as the girl he once loved and had let down in a moment of crisis. Unaware of the past reletionship between his wife and his guest, Bimal wines and dines Amitabha and in the course of evening reveals his own character with disarming frankness.

The more he learns about Bimal, the more Amitabha realises that the marriage cannot have been a happy one for Karuna.

Amitabha next seeks an opportunity to tell Karuna that he has now the courage to take her away from her husband and thereby atone for his past betrayal. But Karuna hides her own feelings behind a calm exterior.

The next morning it is decided that Amitabha will take the train to Harshimara instead of waiting for the taxi to be repaired. But before that the three go out on a picnic. Bimal falls asleep, still unaware of the growing drama between his wife and his guest.

While Bimal snores, Amitabha scrawls a hasty note to Karuna on a piece of sandwich wrapper : 'I will wait for you at the station. If you still love me, come away, I won't let you down this time.'

Evening finds Amitabha waiting for Karuna at the station. As the hours for the train draws near, his impatience grows.

Does Karuna still love him? Will she leave her husband and come to him?...

MAHAPURUSH

Ever since the death of his wife, Gurupada Mitter, advocate, has been going through a state of deep mental unrest.

On his way back from Benares with his daughter Buchki, Gurupada encounters Birinchi—a Babaji who claims to be ageless.

Gurupada is impressed and decides to patronise the saint and become his disciple.

Daughter Buchki has her own problems, such as disappointment with her lover Satya, who has written her a love letter consisting solely of quotations from romantic poets. To teach him a lesson, Buchki tells Satya that she was going to renounce him and become a disciple of Birinchi.

Fearing that his romance was in jeopardy, Satya runs to his friend, philosopher and guide—Nibaran—and enlists his help to free Buchki from the clutches of Birinchi.

Nibaran attends one of Birinchi's religious meetings, listens to his discourses, and realises that Birinchi is a fraud, but a fraud clever enough to command the respect of a growing band of rich devotees.

Nibaran decides to expose Birinchi, and in the process also expose the foolish devotees who make it possible for swindlers like Birinchi to establish themselves as saints and prophets.

আর·ডি·বনশল
নিবেদিত

পূর্বাচল ফিল্মসের

আকাশ কুসুম

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
মৃণাল সেন

রূপায়ণে
সৌমিত্র·শুভেন্দু
হারাধন·জানেশ
শোভা সেন ও অপর্ণা দাশগুপ্ত

বিশ্ব পরিবেশনা
আর·ডি·বি এণ্ড কোং

'আর. ডি. বি'র প্রচার ও জন-সংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও